যায়যায়দিন

পৃষ্ঠা ৭

ইংরেজি বিষয়ের ওপর চারটি প্রান্তিক যোগ্যতা (৩৮-৪১) রয়েছে। এটা এভাবে বলা যেতে পারে, শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখা এই চারটি দক্ষতা অর্জন করবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য যেসব প্রান্তিক যোগ্যতা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে তা হলো-

১। 'অহিংসা পরম ধর্ম' এই আপ্তবাক্যকে একটি প্রান্তিক যোগ্যতা হিসেবে সংযোজন করা।

২। 'নিজেকে জানো' গ্রিক ভাববাদী দার্শনিক সক্রেটিসের এই মহান বাণীকে একটি প্রান্তিক যোগ্যতা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ হিসেবে বলা যায়, নিজেকে জানতে হলে পৃথিবীকে জানতে হয় আর নিজেকে জানার মাধ্যমে পৃথিবীকে জানা যায়।

৩। শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারে বই পড়ার অভ্যাস গঠনকে একটি প্রান্তিক যোগ্যতা হিসেবে গণ্য করা।

৪। স্কুলে বাগান তৈরি করার যোগ্যতা অর্জনকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের একটি প্রান্তিক যোগ্যতা হিসেবে সংযোজন করা।

৫। শিক্ষার্থীরা 'আমার জীবনের লক্ষ্য' নির্ধারণে সচেষ্ট হবে।

৬। শিক্ষার্থীদের সমবায়ী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমবায় সমিতি বা স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৭। সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনকে শিক্ষার্থীর একটি প্রান্তিক যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া।

৮। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ডায়েরি লেখার যোগ্যতা অর্জনকে একটি প্রান্তিক যোগ্যতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা জরুরি। বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে মুখস্থ বিদ্যায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরাই মেধাবী বলে বিবেচিত হয়। না বুঝে মুখস্থ করার কারণে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশীলতাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। মুখস্থ বিদ্যার চাপ কমিয়ে শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, জ্ঞান, দক্ষতা ও ব্যবহারিক কলাকৌশল অর্জনের ওপর জোর দিতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানের এই চড়া বাজারে সীমিত বেতন দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন শিক্ষকসমাজ। রেজিস্টার্ড বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের অবস্থা আরো শোচনীয়। নামমাত্র বেতনে তারা যে শিক্ষকতা পেশা ধরে রেখেছেন তা ভাবতে অবাক লাগে। শিক্ষকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে রেশনিং সিস্টেম চালু করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে চাঙ্গা ও শক্তিশালী করার জন্য ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার জন্য সুসজ্জিত বিদ্যালয় বাগান, ধর্ম শিক্ষার জন্য প্রার্থনা কক্ষ, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ল্যাবরেটরি, বই পড়ার জন্য পাঠাগার, সংস্কৃতি চর্চার জন্য অডিটরিয়াম প্রভৃতি সুযোগ সুবিধা যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বিশাল কর্মযজ্ঞে পরিণত হলে আমাদের সমাজের উত্তরণ ঘটবে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প' চালু করে ২০০২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। দেশের দরিদ্র পরিবারের সন্তান, যারা স্কুল দিবসের শতকরা ৮৫ দিন উপস্থিত থাকবে এবং পরীক্ষায় গড়ে অন্তত ৪০ নাম্বার পাবে তারাই কেবল এই উপবৃত্তি পাবে। পরিবারের এক সন্তানের জন্য মাসিক ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১২৫ টাকা প্রদান করা হবে। সূত্র: তথ্যকোষ। উপবৃত্তি প্রকল্পের মাসিক ১০০ টাকা দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন কতটা যৌক্তিক? বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি (এসএমসি) শিক্ষার্থী নির্বাচনের কাজটি করে থাকে। উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, তদবির ও দুর্নীতিসহ

১। প্রাথমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষাপদ্ধতি চালু করতে হবে।

> প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা জরুরি। বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে মুখস্থ বিদ্যায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরাই মেধাবী বলে বিবেচিত হয়। না বুঝে মুখস্থ করার কারণে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশীলতাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। মুখস্থ বিদ্যার চাপ কমিয়ে শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, জ্ঞান, দক্ষতা ও ব্যবহারিক কলাকৌশল অর্জনের ওপর জোর দিতে হবে।

বহুমুখী শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হলো শিক্ষার্থীর যে যে বিষয়ে দক্ষতা আছে এবং স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রবণতা আছে তাকে ক্ষুণ্ন না করে সেই বিষয়ের দক্ষতা আরও উন্নত করে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা। সূত্র: তুমিও জিতবে, শিব খেরা।

২। প্রাইমারি স্কুলগুলোতে আয়া ও পিয়ন না থাকায় দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। প্রত্যেকটি স্কুলে অফিস সহকারী, আয়া, পিয়ন, নৈশপ্রহরী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ করতে হবে।

৩। প্রত্যেকটি স্কুলে বিদ্যুৎ পরিসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

৪। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন সফল করতে হলে প্রত্যেকটি স্কুলে কম্পিউটার সরবরাহ করা জরুরি। প্রথম শ্রেণী থেকে কম্পিউটারভিত্তিক শিক্ষা চালু করতে হবে।

৫। নড়বড়ে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকে (এসএমসি) আরো বেগবান এবং শক্তিশালী করা।

৬। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে র‍্যালি, সেমিনার, আলোচনা সভা, সিম্পোজিয়াম ভিডিও প্রদর্শনী, নাটিকা প্রভৃতি আয়োজন করা।

৭। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে অভাব ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

৮। শিক্ষার্থীদের কাউন্সেলিং এবং মেডিটেশনের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

৯। স্বার্থ প্রণোদিত দ্বন্দ্ব দূর করতে হবে।

১০। আবাসিক সুবিধার লক্ষ্যে স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল/ছাত্রাবাস তৈরি করা প্রয়োজন।

সতীর্থ রহমান: শিক্ষক ও কলাম লেখক
info.skcbd@gmail.com